মানব সভ্যতা

খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

মানব সভ্যতা

রচনায় ও সম্পাদনায়:

খাদেমুল ফোক্বারা

মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন

(মাইজভাণ্ডারী)

সাজ্জাদানশীন:

গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ,

পো: ভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

রচনায় ও সম্পাদনায়ঃ-
মাওলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

প্রথম প্রকাশের পুনঃ প্রকাশ
২৬ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় মুদ্রণঃ
২২ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৫ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনায়ঃ
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
‘ডিউ উদয়ন’ লেভেল ১২,
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

মূল্যঃ ৩০ টাকা মাত্র

মূদ্রণেঃ
‘আলোকধারা বুক্‌স’
‘ডিউ উদয়ন’ লেভেল ১২,
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

পেশ কালাম

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে অসংখ্য শোকরিয়া। আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদাজান অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্‌ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ইসলাম ধর্মে সুফিধারা তথা তাসাওউফের আবির্ভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা 'মানব সভ্যতা' রচনা করে সকল প্রকার বিভ্রান্তি নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। অনেক তাসাওউফ গবেষক সুফি ধারাকে খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসব্রত, হিন্দু ধর্মের বৈরাগ্যবাদ, বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ প্রথা এবং গ্রীক সভ্যতার সোফিস্ট প্রথা থেকে উদ্‌গত বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট থেকেছেন। তথ্যটি মৌলিক এবং সত্য উৎসারিত নয়। মানব জীবনে সুফি ধারার আবির্ভাব মানব সৃষ্টির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। রূহ্‌ জগতে স্বয়ং আল্লাহ্‌ বিষয়টি ফয়সালা করে মানবজাতির আনুগত্যের শপথ আদায় করে নিয়েছেন। এটি ছিল বিধি-বিধান জারীর পূর্বে নৈতিক আনুগত্যের শপথ। স্বয়ং স্রষ্টার নিকট রূহ্‌সমূহের অঙ্গীকার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর সংরক্ষিত আছে কিনা তা স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন পরীক্ষায় নিপতিত হয়। স্বয়ং হযরত আদম (আ.) এ পরীক্ষা দিয়েছেন। শ্রীলংকার পর্বত শীর্ষে অবতীর্ণ হয়ে জঙ্গল-কন্টক আচ্ছাদিত পৃথিবীতে কোন আবাসন ব্যতিরেকে আদমের অবস্থান মূলত আল্লাহ্‌র রহমত এবং আনুগত্যের প্রত্যাশায় অস্থির অন্তরে সর্বদাই প্রেম দাহনে বিগলিত সত্য সন্ধানে অবিচল আত্মার অন্তর প্রত্যাশার-ধারাকে বলা হয় সুফিধারা। বিষয়টি বিধান ধর্মের ঊর্ধ্বে পরিপূর্ণভাবে নৈতিকধর্ম হিসেবে স্বীকৃত যা প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি খোদায়ী ইচ্ছা-অবিনশ্বর, সনাতন এবং চিরন্তন। অছিয়ে গাউসুল আযম এটিকে সুফি সভ্যতা নাম দিয়েছেন। একই সঙ্গে নৈতিকধর্ম অনুশীলনের প্রাধান্য বিরাজ করায় পুস্তিকাটির নামকরণ করেছেন 'মানব সভ্যতা'।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র পবিত্র জীবনে সুফিধারার অপূর্ব-অপরূপ অনুশীলন শৈশব থেকে প্রত্যক্ষ করা গেলেও তিনি হেরা গুহায় নির্জন ধ্যানমগ্নতায় তা উম্মাহ্‌র জন্যে অনুশীলনী হিসেবে রেখে গেছেন। পবিত্র কোরআনে সূরা কাহাফে বর্ণিত ঘটনা, হযরত সোলায়মান (আ.)'র সময়ে আছেফের ঘটনাসহ সুফি সভ্যতা সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। সুতরাং সুফি সভ্যতা মানব সভ্যতার প্রারম্ভিক রূপ এবং সভ্যতা নির্মাণের সনাতন ধারা হিসেবে স্বীকৃত।

পুস্তিকাটিতে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সত্য পীরের খাছলাত এবং ভণ্ডপীরের ঠকবাজি সম্পর্কেও ধারণা দিতে সচেষ্ট থেকেছেন। বিষয়টি বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জরুরী হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে। সুফি চরিত্রের গাম্ভীর্যতা সহজ সরল আভিজাত্যের বর্ণনায় তিনি সুফি ব্যক্তিত্বকে 'পুকুর'র সঙ্গে তুলনা করে উল্লেখ করেছেন, মানুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা তথা ওজু করার জন্যে পুকুরের নিকট যায়। পুকুর কোন মানুষের দ্বারস্থ হয় না। একই সঙ্গে আল্লাহ্র অলিদের অবস্থান হচ্ছে জ্বলন্ত মশাল সদৃশ। উজ্জ্বল আলো দেখে পিপীলিকাসহ উড়ন্ত কীট মশালের অগ্নিপানে ছুটে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়, অথচ মশাল কখনো কোন কীট পতঙ্গকে স্বেচ্ছায় দহন করতে গমন করে না। ইসলাম ধর্মে অনুসৃত তাসাওউফ পন্থা এবং সুফি ব্যক্তিত্বের স্বরূপ মূলত উপর্যুক্ত ধারণার আলোকে নির্ণীত। অছিয়ে গাউসুল আযম উল্লেখিত উপর্যুক্ত উপমার আলোকে সুফি সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করলে যে কোন জিজ্ঞাসু মন অবশ্যই যথার্থ উত্তর পেয়ে যাবেন।

আশেক ভক্তদের তালাশীর প্রয়োজনে এবং অছিয়ে গাউসুল আযমের জীবন দর্শন সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করার অভিপ্রায় ও সুফি সাধনা সম্পর্কে তাঁর মতামত স্পষ্ট করার তাগিদ অনুধাবন করে আমার নিকট পারিবারিক উত্তরাধিকারত্বের সূত্রে সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ থেকে প্রাপ্ত "মানব সভ্যতা" পুস্তিকাটি 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' থেকে ছাপিয়ে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি পুস্তিকাটির বহুল প্রচার প্রত্যাশা করি। আমিন!

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
ম্যানেজিং ট্রাস্টি
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

মানব সভ্যতা

রচনায় ও সম্পাদনায় :

খাদেমুল-ফোকরা

মৌলানা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন

(মাইজভাণ্ডারী)

সাজ্জাদানশীন :

গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ,

পোঃ ভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

"ভূমিকা"

"মানব সভ্যতা" নামে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আমার বার্ধক্যকালীন শেষ সঙ্কলন। বিভিন্ন গণ্ডিমনন প্রকৃতির গবেষণাকারীর লেখনীতে ছুফী-সভ্যতার উৎপত্তিস্থল তালাস করিতে গিয়া কেহ ইহাকে খৃষ্টান সাধক ধর্ম নির্গত, কেহ হিন্দু শাস্ত্র প্রকৃতি দিশারী প্রভৃতির বর্ণনা দেখিয়াই এই বইখানি লিখিতে মনোনিবেশ করিলাম।

নৈতিক মানবতা যেই নীতিকে ধারণ করিয়া বাঁচে বা রক্ষা পায় তাহার অপর নাম "ছুফী সভ্যতা" বা "নৈতিক মানব ধর্ম"। ইহা মোটেই দেশগত বা সমাজগত গণ্ডিতে আবদ্ধ হইতে পারে না।

প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বাঁচিয়া থাকার একটি রীতিনীতি আছে। মানব সভ্যতা বাঁচিবারও নিশ্চয় একটি দিকনির্ণয়কারী রীতিনীতি আছে যাহা মানবতা। মানবতা দেশ বা জাতির গণ্ডি মুক্ত। ইহা অভিন্ন।

কাজেই বুঝিতে ও মানিতে হয় যে, মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ধৃতি-ধাতু বিশিষ্ট সভ্যতাও সনাতন এবং অবিনশ্বর। যদিও যুগপৎ দেশগত ও সংস্কৃতিগতভাবে গণ্ডি বুদ্ধিসম্পন্ন জনতার চক্ষে রঙিন চশমার মত বহুরূপ প্রতিভাত হয়। আমি এই ছুফী সভ্যতা সম্বন্ধে আমার লেখা "বেলায়তে মোত্‌লাকা" প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে নিজ ধ্যান ধারণা গবেষণার আভাস ব্যক্ত করিয়াছি। আঞ্জুমানের গঠনতন্ত্র, উদ্দেশ্যাবলী এবং গবেষণামূলক অন্যান্য বই-পুস্তকাদি ছাপাইয়া প্রচারমুখী করিয়াছি।

অত্র বইটি আমার জীবন সায়াহ্নে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিতব্য খোদাই তাহা ভাল জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত "আঞ্জুমানে মোত্তাবেইনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" সমাজ-সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নমূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে "হানেফী মজহাব" এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেইভাবে কামেল অলিউল্লার নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদির "সাজ্জাদানশীন" সাব্যস্ত, তদ্‌মতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি ছৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে "সাজ্জাদানশীন" মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম।

ইতি–

খাদেমুল ফোক্বারা

ছৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী।

بسم الله الرحمن الرحيم

মানব সভ্যতা

“বিশ্ব মানবতায় ছুফী সভ্যতা”

সূরা আল এমরান– ১৬৪ আয়াত

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين

উপরোক্ত পবিত্র কোরানের আয়াত ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠা হইতে “ছায়েরে রূহানী” প্রবন্ধের শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যাসহকারে লিপিবদ্ধ আছে। দয়াল স্রষ্টা সৃষ্টি নিপুণতার বিকাশ মানসে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব জাতির মঙ্গলার্থে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদিগকে স্রষ্টা নিদর্শন জ্ঞান দান, চরিত্র শুদ্ধিকারী ঐশী বাণী শিক্ষা এবং ধর্ম রহস্য তত্ত্বদানকারী মহাপুরুষ যুগে যুগে প্রেরণ করিয়াছেন।

সুতরাং দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিধান ধর্মছাড়া উর্দ্ধ স্তরের মঙ্গল প্রকৃতি বিশিষ্ট চরিত্র শুদ্ধি নৈতিক এবং রহস্য জ্ঞান দান প্রকৃতির খোদায়ী ইচ্ছা সম্বলিত সভ্যতার বিকাশ ধারা ও সনাতন এবং অবিনশ্বর, যাহার নাম “ছুফী সভ্যতা”।

এহেন অবস্থায় ছুফীমতবাদ যাহা সকল ধর্মে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি “খাহেসাতে নফ্‌ছানির কোরবানী” নীতিতে অভিন্ন। যদিও বিভিন্ন ধর্মে চলত ভঙ্গির বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। যাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং যুগের চাহিদা মতে চলিতে দেখা গিয়াছে।

কাজেই ছুফীমতবাদ-ইছলামিক বা অনৈছলামিক এই প্রশ্ন অবান্তর। যেহেতু "ইছলাম" আরবী শব্দ, ইহার আভিধানিক অর্থ "গার্দান নেহাদন বতাআত" অর্থাৎ আনুগত্য গ্রহণ। যাহা বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে বুঝায়। সৃষ্টি মাত্রই সূক্ষ্মাতীসূক্ষ্ম মহান শক্তি আল্লাহ্‌'তায়ালার অনুগত থাকিতে বাধ্য, তাই প্রকৃতি হইতে প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু খোদায়ী আইন নিয়ম পালন করে, হুকুম মান্য করে যাহা ঐ মহাশক্তির ইচ্ছার বিকাশ রূপ।

যে কোন জাতি বা দেশী গণ্যমান্য মনীষী সাধকসিদ্ধ "কামেল" পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে পার্থিব কামনা শিথিল এবং স্রষ্টামননচিত্ত মগ্নচেতনা পরিনামদর্শি সম্পন্নই দেখা যায়, যাহা ছুফী সাধনার ফল। এই চিত্ত প্রকৃতি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)-এর "গারে হেরা" হইতে নবুয়ত যুগেও বারবার ব্যক্ত ও প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। রছুলুল্লাহের (দ.) পূর্ববর্তী হজরত খিজির (আ.) "আছহাবে কাহাফ", হজরত ছোলায়মান (আ.)-এর পরিষদ সদস্য "আছেপ" হজরত ইছা নবী (আ.) ইত্যাদির পরে "ছাহাবী জমানাতে" হজরত আলী (ক.) "আছহাবে ছোফ্‌ফা" প্রভৃতি, "তাবেইন" যুগে হজরত হাছান বছরী (র.) এবং হজরত ওয়াইচ করণী (র.) প্রভৃতি ক্রমে যাহা বাছারা, কুফা, বাগদাদ, পারস্য ইত্যাদি স্থানে বহু সাধক মোছলেম ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিকাশ পাইতে দেখা গিয়েছে, যাহা সনাতন ও অবিনশ্বর। কাজেই সম্প্রদায় বা দেশগত পার্থক্য টানার জন্য এই নৈতিক ধর্মে বিভেদ প্রচেষ্টা খাপছাড়া এবং অবাঞ্ছিত। যেহেতু এই নৈতিক ধর্ম "তৌহিদী" -অদ্বৈত, "জম-আনী" সমাবেশকারী বিভেদার্থক নহে, বরং বন্ধুভাবাপন্ন বিদ্বেষহীন।

কালের পরিবর্তন ও যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে "নবুয়ত" বিধানগত আচার ধর্ম হজরত আদম (আ.) হইতে বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) পর্যন্ত যেই রূপ ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক পরিবর্তন দেখা যায়, শেষ নবীর প্রতি "কোরান" পাকের বাণী "আল এয়া উমা আকমাল্‌তো লাকুম দীনাকুম" প্রকাশ আছে – তদরূপ পূর্ণতার সন্ধানে বিভিন্ন সময় ছুফী সভ্যতার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিকাশ মোটেই অস্বাভাবিক নহে, বরং প্রগতিমুখি ও স্বাভাবিক। যেমন মওলানা রুমি বলেন ঃ–

কালের প্রসুতজান ছুফী সম্প্রদায়
প্রগতি পন্থী তারা নহে বিপর্যয়।

বিশ্ব মানবতার কাণ্ডারী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) সাক্ষাৎ খোদা সান্নিধ্য "মে'রাজ" ফজিলাতধারী হওয়া সত্ত্বেও যাহা অন্য নবীদের বেলায় ঘটে নাই তিনি নিজের এই বেলায়তি ফজিলাতকে প্রচারমুখী করেন নাই। তিনি কোরান পাকে খোদার বাণী : "অলল আখেরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা" এর সুসংবাদেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

"নবুয়তী" বিধান ধর্ম আচরণ প্রাধান্যতার অজুহাতে তৃতীয় শতাব্দী হিজরী সনে "একতেলাফ" বা মতানৈক্যতা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়া ছিল। মোছলেম শাসন আমলে বাদশাহী হুকুমত আচার প্রাধান্য হওয়ায় বিধান ধর্মের "ফকিহ"দের সহিত নৈতিক ধর্মাচারী ফকির ছুফীদের মতানৈক্যতায় বহু প্রগতিমুখী মর্মবাদী ছুফী জেল, জুলুম হত্যা প্রভৃতির অত্যাচারে জন্মভূমি ছাড়িয়া বিদেশগামী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খোদার মহিমা নিজ নিজ সাধনা রেয়াজত, বৈষয়িক সংসার কামনা বাসনার মায়া পরিহার, খোদার গুনজ নিজ হিতচিত্ত ও মগ্নচেতনার ফলে বিভিন্ন দেশে ইছলামী ছুফী সভ্যতা গৃহীত ও আদরণীয় হইয়া প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে পীরানে পীর দস্তগীর শেখ ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী গাউছুল আজম আরম্ভকারী "মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী" (ক.) জন্মগ্রহণের পর তিনি "খাওয়ারেকা-আদাত" বা অসংখ্য অলৌকিকতার প্রভাব এবং খোদা নৈকট্য "এলহাম এলকার" বিকাশে "জাহের বাতেন" এলেম–জ্ঞান অর্জনের গুণে গণমনে সুধীমণ্ডলীর হৃদয়ে সম্মানের আসন লাভ করেন। তাজদারে নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দ.) বাণী– "খোদার সঙ্গে আমার এইরূপ সম্পর্কও সময়ে ঘটিয়া থাকে, যাহাতে "নবীয়ে মোরছেল" এবং নিকটতম ফেরেশ্‌তারও স্থান – হয় না।" এই বক্তব্য বেলায়তি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক, যাহার ফলে "মে'রাজ" বা সাক্ষাৎ খোদা সান্নিধ্য সংঘটিত হইয়াছিল। হজরত আলী (ক.) রছুলে করিমের (দ.) জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে রাজী থাকায় হজরত রছুলে করিমের (দ.) এই শ্রেষ্ঠ "বেলায়ত" হজরত আলী (ক.) কে এনায়েত করিয়াছেন। বিশ্বনবী নিজে "এলেম" বা জ্ঞানের শহর এবং আলী তাহার দরজা বা "আমি ধর্ম রহস্যের ঘর আলী তাহার দরজা" এই বাণী হাদিছ শরিফে বিদ্যমান দেখা যায়।

যুগের পরিবর্তন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে এই বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ খোদায়ী ফজিলাত পীরানে পীরের ব্যক্তিত্বে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হয়। তাই

তিনি দাবি করেন, –“সমস্ত খোদা পেয়ারা বন্ধুগণ আমার পদাঙ্ক অনুসারী, আমি পূর্ণচন্দ্র নবীর পদাঙ্ক অনুসারী।”

যাহাতে প্রমাণিত হয় নবুয়ত যুগের অবসানের পর তিনি তাজদারে নবীর বেলায়তি ফজিলতে মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠতম দিশারী এবং তিনিই উদাত্ত বাণী শুনান, “হে বিশ্ব মানব জাতি! উৎসাহিত হও আমার খোদায়ী প্রেমের মদিরা পান কর, জাতির তৃষ্ণা নিবারণকারী পূর্ণ প্রেম মদিরার পাত্র হাতে দাঁড়াইয়া আছি।”

এই আহ্বানে সারা বিশ্বে আলোড়ন দেখা দিল, সুধীগণ বুঝিতে পারিলেন “এলহাম-এলকার” মূল্য শুনাশুনি রেওয়ায়েত হইতে অনেক উর্দ্ধের সত্য। গোঁড়া বিধান ধর্মের চাপে যেই ধর্ম রহস্য রূহানীয়াত বা প্রাণহীন মৃত্যুমুখী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা পুনঃ জীবনী শক্তি লাভে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। তাই তিনি মহিউদ্দিন উপাধিধারী অলিউল্লাহ; ধর্ম জীবনদাতা।

শেষ নবীর আহমদ এবং মোহাম্মদ নামদ্বয়ের ফজিলতে “রব্বানী” খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান প্রতীকের মোহাম্মদী কারুকার্য খচিত তাজ “বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী” হিসাবে প্রথম গাউছে আজম শেখ ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর মাথা মোবারকে স্থাপিত করেন যাহা তাঁহার দাবি, খোদা আনুগত্যের সম্মান হার গলায় পরাইয়া ধর্মের অতীত রহস্য অবগত করেন ও প্রার্থিত বস্তু তাঁহাকে দান করেন। যাহার ফলে ইছলামের শাশ্বত কল্যাণধর্মী; স্বরূপ ন্যায় নীতি, দয়া, সাম্য প্রভৃতি আবার বিশ্ববাসীর চক্ষে ভাসিয়া উঠে। ইহাই শেষ নবীর মোহাম্মদী কারুকার্য খচিত সম্মান প্রতীক বা তাজ।

পুনরায় পাঁচশত বৎসর দীর্ঘ সময়ের যুগ পরিবর্তনে ১১৪৩ হিজরীতে হজরত আবদুল গণি নাবলুচি (র.)-এর ওফাত বা মারা যাওয়ার পর খোদা পেয়ারা বুজুর্গদের আস্তানা খানকাগুলির প্রতি জনগণের ভক্তিশ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সুযোগে বহু কর্ম বিমুখ সহজ রুজী তল্লাসী চতুর ব্যক্তিরা “পীরি” ব্যবসাতে প্রচুর রুজী, যথেষ্ট আদর সম্মান এবং সহজে মুখ রোচক খানা পানি মিলে বলিয়া সেই দিকে ঝুকিয়া পড়েন। তাই আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ–

বৃদ্ধ দাড়ি পাকড়াই পীর সাজে
ছেলেরা অঙ্গুলি নির্দেশে ঠাট্টা করে –

যাহাদের দাড়ি দীর্ঘ তাহারা খেরকা (যাহা ফকিরী) পোশাক পড়িয়া বুজর্গ সাজে। দুর্ভাগ্য ইহারাই ধর্ম-বেচা ব্যবসা করে। রাত দিন মুরিদ সঙ্গে নিয়া ঘরে ঘরে বাড়ী বাড়ী গিয়া ছায়ের করে, কিন্তু ধর্মের জরুরাত বা আবশ্যকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, কোন খবরই রাখেনা। এহেন অবস্থায় আসল নকল বুজর্গের বিচার পার্থক্য করা জনগণের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

পক্ষান্তরে বিভিন্ন স্থানে ইছলামী হুকুমত শাসন ব্যবস্থার পতন এবং এই বাংলাদেশে বৃটিশ হুকুমতের পত্তনে জনমনে ইছলামী শরিয়ত বিধান শিথিল হইয়া পড়ে।

এহেন অবস্থায় মানুষ স্বভাবতই “নাছুত” বা দৃশ্য জগতের (পশু স্তরের) পার্থিব প্রভৃতির প্রভাবে সংসার মোহমায়াতে কামনা বাসনার, অনর্থ অপচয়ে লিপ্ত হইয়া পড়ে এবং নৈতিক ক্ষেত্রে চরিত্রহীন হইয়া পড়ে, যদিও রছুল করিমের (দ.) দাবি ছিল ঃ–

“আনা বো এস্তু লেউতিম্মা মকারেমুল আখলাকে।” (হাদিছ) অর্থাৎ মানবজাতিকে চরিত্রের উচ্চ সোপানে পৌঁছাইতে তাঁহার আগমন। দুর্ভাগ্য, তাঁহার উম্মতের দাবিদার আজ কোরানের পরিভাষায় “ছফি” বা নিজ হিতচিত্ত অজ্ঞ এবং চরিত্রহীন ইতর। যাহা আচার ধর্মহারা বিভ্রান্তি এবং নৈতিক চরিত্র বিমুখতার ফল। বিশ্বের পার্থিব উন্নয়নকারী ব্যক্তিগণ বহু কিছু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেও বিশ্বমানবতা অতীত আঁধার ও অসভ্য যুগের দিকে পিছাইয়া চলিয়াছে। লোকে বলে ভুতের পা পিছন দিকেই গতিশীল। ইহার পরিণাম অতিব ভয়াবহ এবং ধ্বংসাত্মক হইতে বাধ্য। যাহা হজরত নূহ্ (আ.) প্রার্থিত প্রাকৃতিক দুর্গতি অনিবার্য্য।

এহেন অবস্থাতে নৈতিক বিশ্বমানবতা, বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর গুণে গুণান্বিত বিশ্বের (প্রভু) মহান শক্তির মালিক আল্লাহ্‌রই শক্তিতে শক্তিমান শেষ নবীর আহ্‌মদি বেলায়তে ওজমার অধিকারী একজন কামেল অলিউল্লাহ্‌র প্রতীক্ষা করিতেছিল। যাহা বিভিন্ন মনীষীরাও কামনা করিতেছিলেন।

এমতাবস্থায় ইংরেজি ১৮২৬, বাংলা ১২৩৩, হিজরী ১২৪৪ এবং ১১৮৮ মঘীর ১লা মাঘ বুধবার আল্লাহ্‌তা'য়ালার ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে বহু জাতির সম্মেলন কেন্দ্র

পৃথিবীর মধ্যস্থলে মেরুরেখার পার্শ্বে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা নির্ঝরিনী প্রবাহিনী গিরিকুন্তলা সবুজ মুকুট পরিহিতা চট্টলার বুকে মাইজভাণ্ডার গ্রামে "তৌহিদে আদ্বিয়ান" বা ধর্ম সাম্যের দাবীদার নৈতিক ধর্ম প্রবীন এক খোদা পেয়ারা ব্যক্তির জন্ম এবং আবির্ভাব ঘটে। যাঁহার পবিত্র নাম সৃষ্টির স্রষ্টা উপাস্য "ইছমে আজম" "আল্লাহ্" শব্দ এবং তাজদারে নবীর বেলায়তি নাম "আহমদ" যুক্ত মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) সাব্যস্ত। যাহা শেষ নবীর মোহাম্মদ আহমদ নাম দ্বয়ের শেষ বেলায়তি নাম। এই নামদ্বয় শেষ নবীর সম্মান প্রতীক। যাহা মোহাম্মদী সম্মানের প্রতীক বেলায়তে মোকাইয়াদার কারুকার্য খচিত তাজ পীরানে পীর দস্তগীর গাউছুল আজম শেখ ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এর মাথা মোবারকে এবং "আহমদী" সম্মান প্রতীক বেলায়তে মোত্লাকার কারুকার্য খচিত বেলায়তে ওজমার গাউছিয়ত ত্রাণ কর্তৃত্ব তাজ হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্র (ক.) মাথা মোবারকে স্থাপিত বলিয়া উভয় বুজর্গের দ্বারা ইহা স্বীকৃত। তাই বুজর্গানদের মধ্যে এ যাবত অন্য কেহই গাউছে আজমিয়তের দাবী করেন নাই।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ১২৬৮ হিজরী সালে কলিকাতা মাদ্রাসা আলীয়ায় শেষ পরীক্ষা প্রশংসার সহিত পাশ করেন এবং কোরান, হাদিছ, ফেকাহ্ ইত্যাদি শাস্ত্রে দক্ষতা হাছিল করেন। পরে তখনকার পীরে কামেল হজরত শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আবু শাহামা মোহাম্মদ ছালেহ লাহুরী কাদেরীর শিষ্যত্ব বা মুরিদী গ্রহণ করেন। তিনি পীরের খেদমত, ছোহবত ও সাহচর্যে "গাউছিয়াত" মশরব-চলতভঙ্গি কামালিয়াত ও খেলাফত হাছিল করেন। পরে পীরে ত্বরিকতের হুকুম মতে তাঁহার বড় ভ্রাতা শাহ্ ছৈয়দ দেলাওর আলী-পাকবাজ (চিরকুমার) মোহাজেরে মদনী হইতে কুতবিয়ত ফয়েজ বরকত হাছিলে উভয় মসরবের কামালিয়াত ও খেলাফত লাভে পূর্ণ কামেলে আকমল পীরে এরশাদী সাব্যস্ত হন, যাহা গাউছে আজমিয়তের জন্য জরুরী।

বাড়ীতে আসার পর তাঁহার অলৌকিকতা ত্রাণ কর্তৃত্ব যশঃকীর্তি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। দিন দিন হাজতি মকছুদি প্রভৃতি রূহানী ও মানবতার উন্নয়নকামী দীক্ষাপ্রার্থী জনতার ভীড় বাড়িতে লাগিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, পাহাড়ী মগ-চাকমা প্রভৃতি জাতিরা-অন্তর্যামী ফকির মৌলভী এবং মোছলমানেরা গাউছুল আজম বা শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা নামে ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল।

হাফেজের পরিভাষায় বলিতে হয়–

“তোমার বিশ্বজয়ী চক্ষের পলক যখন বাহিরে বহির প্রকাশ ঘটিল, তখন দীল ঘায়েল জিন্দা মানুষ একের উপর অপর ঝাপাইয়া পড়িতে লাগিল।”

অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার সাহচর্যে ও “খেদমত-ছোহবতের” বরকতে বহু লায়েক, আলেম এবং খোদা প্রেম পেয়ারা জনগণ কামেল বা পূর্ণমানবতা প্রাপ্ত, হালজজ্‌বায় খোদা প্রেমমত্ত অলিউল্লাহ্‌গণ বাংলা, বার্মা, পাকিস্তান এবং সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িলেন। ফলে এই দেশী লোকেরা হাল জজ্‌বার অধিকারী এবং বাংলার গীতিজগৎ, চাষী, পালাগান, ডোম-নাচ প্রভৃতি অশ্লীলতা হইতে মুক্তি প্রাপ্তে খোদায়ী প্রেমরস নবী অলির কীর্তি গাঁথা মাইজভাণ্ডারী গান গজলের জলসা, জজ্‌বার আসরে পরিণত হইল।

তিনি সারা জীবন “ছায়ের” বা পীরি প্রচার বিহীন বুজর্গি সাধনা, রেয়াজত মূলে নিজ আস্তানায় থাকিয়া ধর্মনিরপেক্ষ “তৌহিদ” বা খোদার একত্ববাদ, আত্মসংশোধন, সংযম, অনর্থ পরিহার, খোদা-নির্ভরতা, সাম্য, দয়া প্রভৃতি-আচার ব্যবহারে ও কথাবার্তায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহা তাঁর বৈশিষ্ট্য হিসাবে রছুলে করিমের (দ.) “খোলকে আজিম” বা শ্রেষ্ঠ চরিত্রের নিদর্শন। একদা আমার সামনে ধনঞ্জয় নামক এক বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীকে বলিয়াছিলেন, “তুমি তোমার ধর্মে থাক, আমি তোমাকে মুছলমান করিলাম। “যাও”! এই যাও শব্দটি চট্টগ্রামী স্থানীয় ভাষায় এক বেপরোয়া শব্দ। আমি শুনিয়াছি অন্য একদিন একজন হিন্দু মুন্সেফ বাবুকেও বলিয়াছিলেন, –“আমি বার মাস রোজা রাখি- তুমিও রোজা রাখিও।” ছুফী পরিভাষায় রোজার অর্থ পাপ বিরত হওয়া। আরো বলিয়াছিলেন, –“নিজের পাকানোই খাইও, পরের পাকানো খাইওনা।” অর্থাৎ নিজ বিচার বুদ্ধিমতে চলিও, পরের শুনা কথায় আস্থা বা মন দিওনা। ইহা তাঁহার বেলায়তে মোত্‌লাকার অধিকার, যাহা মোকাইয়াদা যুগে কেহই বলেন নাই। কাজেই সকল ধর্মাবলম্বী জনগণ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়াছেন। তাঁহার সম্মান হাতের মধ্যাঙ্গুলি সদৃশ্য মাথা উঁচা ছিল। তাই সকল শ্রেণির লোকেরাই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সফলতা প্রার্থী হইত।

হজরত ইবনে আরবী (র.) প্রভৃতি মনীষী-বুজর্গানের লেখা বিভিন্ন কেতাব “ফছুছুল হেকম” ইত্যাদি দৃষ্টে বুঝা যায় তিনি “খাতেমুল ওলদ” বা খাতেমে

বেলায়তে মোকাইয়াদা অর্থাৎ পরিণতিকারী। তিনি, "মোত্‌লাকা বা বিধান শিথিল যুগের বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন অলিউল্লাহ্‌। তিনি এবং তাঁহার সাহচর্য প্রাপ্ত বুজর্গানদের তিরোধানের পর জগতবাসী পশু স্বভাবে কামনা, বাসনা, অনর্থ, অপচয়ে এবং চিত্তবিনোদনে দ্বিধাহীনভাবে কাম প্রভৃত্তিতে লিপ্ত হইবে।

এই সমস্ত "এলহামী" ভবিষ্যত বাণী মৎপ্রণীত "বেলায়তে মোত্‌লাকা" গ্রন্থে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রস্ফুটিত গোলাপ যেইরূপ ছোট কলি হইতে নিজ অন্তর্নিহিত রূপগন্ধ নিয়া আত্মপ্রকাশ করে লোকালয়ে জনমনে আনন্দ, দেমাগে শান্তি স্নিগ্ধতা দান করে এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইবার সময় নিজ রং রূপ গন্ধ রাখিয়া যায়, তদ্রুপ কামেল পেয়ারা প্রেম মদিরার অধিকারী ব্যক্তিরাও তাঁহাদের অন্তর্নিহিত প্রেমসুধা হেদায়েত ধারা বিশ্ব মানবতার কল্যাণে রাখিয়া যায়।

গোলাপ নিসৃত নির্যাসকে যেমন আগ্রহী সুধীবৃন্দ শিশি বদ্ধাবস্থায় হেফাজতে রক্ষা করে তদ্রুপ প্রকৃত ভক্ত মুরিদ পীরের হেদায়েত ধারা খোদায়ী গন্ধকে গোলাপ নির্যাসের মত নিজ হৃদয়ে সযত্নে পোষণ করিয়া আল্লাহ্‌র প্রেমাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে।

মহা কবি আলাওল বলেন ঃ–

"গুরুর দাতব্য শিষ্য হৃদে অগ্নিকণা
প্রজ্বলিত করে যেন শিষ্য মহাজনা।"

এই মহানজন রীতিনীতি অনুযায়ী অমর শাশ্বত জিয়ন্ত বেলায়তি হেদায়েত গাউছিয়াত ধারা বিশ্বমানবতার ত্রাণ মানসে আজীবন তাঁহার বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সপ্তপদ্ধতির মধ্যস্থতায়, কথায়, কাজে ও আচরণে বিশ্বমানবতার সামনে তুলিয়াছিলেন। যাহার ফলে 'গুরুদাস' হিন্দুদের নিকটও 'গুরুদাস ফকির' নামে পরিচিত ও সম্মানিত। বারবকুণ্ড স্থানে তাঁহার স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে মেলা বসে। মনমোহন হজরতের ফয়েজ বা দোয়ার বরকতে মনমোহন সাধুতে পরিণত, জাফর আলী শাহ্‌, পশ্চিম পাকিস্তানে "বাঙালি বাবা" এবং বাংলা বার্মার বিভিন্ন স্থানে বহু কামেল অলি উল্লাহ্‌র বিকাশ লাভ ঘটিতে দেখা যায়। বহু অভাগা-ভাগ্যবান, নির্ধনী-ধনী অখ্যাত ব্যক্তি ও যশঃ কৃত্বির অধিকারী, হইয়াছেন।

গলক্ষতযুক্ত ছেলে রাজকুমার দোয়ার বরকতে রায় বাহাদুর, দৃষ্টিহারা ও বিত্তহারা নূর আহমদ চক্ষু দৃষ্টি লাভ ও ধনের অধিকারী হজরতের কেরামতের এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁহাকে গান শুনাইয়া আলাউদ্দিন বিশ্বসুর শিল্পী নামে খ্যাত হয়। গণ্ডমুর্খ খায়েজ আহমদ আজীবন সুখে ও সম্মানে ছিলেন।

মৌলানা হাদি বলেন ঃ–

সেথায় এক মহাজন নূরে আলম গাউছধন
সাধুগণের দিল কিনিয়ে করেন ব্যাপার
প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটা ফাটা দিল কিনিয়ে
সেকান্দরী আয়না তাতে করেন তৈয়ার ॥

রমেশ বলেন ঃ–

তোমার নামের খেয়ে মধু-
কুল ছাড়িল কুল বধু
অসাধু হইল সাধু-
প্রেমেতে তোমার-

মছনবী রুমী বলেন ঃ–

বলিয়াছেন নবীবর – আমার উম্মতে
আছে মোর সমকক্ষ গুণে আর হিম্মতে।

তাঁহার সপ্ত পদ্ধতি ঃ–

(১) "দেহ তত্ত্ব– পরদোষ পরিহার, নিজ দোষধ্যান পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন। যাহার ফলে খোদা পথচারী ছালেক হিংসা ও ঈর্ষা মুক্তিতে আত্মশক্তি সামর্থের প্রতি আস্থাবান ও সৎরুজিতে সক্ষম হয়। ছুফী পরিভাষায় বলেঃ– "ফানা আনিল খাল্ক।"

(২) অনর্থ পরিহার– যাহা না হইলে চলে সেই কাজ কথা ও ব্যবহার পরিত্যাগ করা। যাহাতে মুক্তিকামী ব্যক্তি সংসার ক্ষেত্রে ঝামিলা মুক্ত, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সংসার জীবন যাপন ও পরকালীন নিশ্চিত স্বর্গের অধিকারী সাব্যস্ত যাহা কোরানের বাণী। ছুফী পরিভাষায় বলেঃ– "ফানা আনিল হাওয়া।"

(৩) স্রষ্টার ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ বাসনা কামনার নত ভাব, যাহার ফলে লক্ষ্যহীন ব্যক্তির সত্য জ্ঞান উন্মেষ এবং মুর্খতার বিলোপ হয়। ছুফী পরিভাষায় বলেঃ– "তছলিম" ও "রজা"।
এই গুণাবলীতে প্রথম স্তরের সংসার আসক্ত কু-স্বভাব বর্জনে মুখ্য ব্যক্তিদের স্বভাব অর্জিত হয়।

(৪) অধিকার লব্ধ বৈধ কাজে সংযম লাভ ও পাপ বিরত অভ্যাস মানসে বর্জন করা। যথাঃ– "রোজা" ইচ্ছাকৃত উপবাস। ছুফী পরিভাষায় বলেঃ– "তাকওয়া" স্রষ্টা ভয়। যাহার ফলে এই পথচারী সূক্ষ্ম জগতের সন্ধান-আলো পায়।

(৫) পরের নিন্দাতে আত্মশুদ্ধি। যেহেতু নিজের অগোচর দোষের অবগতিতে দোষ মুক্তির সুযোগ, ফলে আক্রোশের পরিবর্তে বিশ্ববন্ধু ভাব লাভ হয়। ইহাতে উর্দ্ধ শক্তি জগতে নিজের শক্তি অর্জিত হয়। ছুফী পরিভাষায় বলেঃ– "কালো মৃত্যু"।

(৬) কামভাব এবং লালসা মুক্ত হওয়া। যাহার ফলে খোদা পথচারী ব্যক্তি "মূখ্য" বা অলি উল্লাহ্‌দের মধ্যে গণ্য হয়। ছুফী পরিভাষায় বলেঃ– "লাল মৃত্যু"।

(৭) নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া। যাহার ফলে "ছালেক" অর্থাৎ খোদা পথচারী প্রভাব সম্পন্ন বেলায়তে খিজরীর অধিকারী হইবে। ইহাকে ছুফী পরিভাষায় বলেঃ– "সবুজ মৃত্যু"।

এই সপ্ত পদ্ধতি ব্যক্তিকে, সম্প্রদায়, জাতি নির্বিশেষে মানবতা অর্জনে সহায়তা করে। মুক্তির দিশারী মনন প্রকৃতির সপ্তস্তর উন্নত মার্গে স্রষ্টা সান্নিধ্য দানের সহায়ক হয়। কামনা, বাসনা, অনর্থ ও অপচয় এবং ভৌতিক প্রেরণা আড়াল মুক্তিদান করে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে সক্ষম যে এই বেলায়ত বিশ্বজনিন ছুফী ধ্যান ধারণার প্রতীক। তিনি একজন বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব গুণে গুণান্বিত বিধান শিথিল সকল ধর্ম শাস্ত্র গোড়ামী বিধান কঠোরতামুক্ত এবং "বেলায়তে মোত্‌লাকা" জামানার আরম্ভকারী, অতীত বিশ্ব বেলায়তের খোদা আনুগত্য বা সনাতন ইছলামের নৈতিক পূর্ণতাদানকারী। যাহা বিশ্বমান্য "এলহামী" মকাশেফার এলমে-লদুনীর কামেল অলিউল্লাহ্‌র কেতাব "ফছুছুল

হেকম, হজরত তোরাব আলী কলন্দর রচিত "মতালেবে রশিদী", হাদিছ, কোরান ও কেতাব স্বীকৃত ভবিষ্যত বাণী মতে এবং সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য বুজর্গানেদীনের বাণী ও কাজ কর্মে সমর্থন আছে। তাঁহার জীবনী ও কেরামত নামক গ্রন্থ এবং বাংলা ভাষায় "বেলায়তে মোত্লাকা", উর্দু "আয়না-ই-বারী"তেও প্রমাণিত। মৌলানা রুমি বলেন–

১। "শেষ জামানার বিপদ মুক্তির জন্য ঐ ব্যক্তির আঁচল ধর, অনুসারী হও, যেই ব্যক্তির পার্থিব ভাব শিথিল এবং খোদায়ী ভাবধারা সজাগ-চেতনা সম্পন্ন।"

২। মনে কর সেই ব্যক্তি খোদার প্রতিচ্ছবি খোদাভাব দ্বারা জীবিত।

دامن او گیر زوتر بی گمان ☆ تا رہی در دامن آخر زمان

سایۂ یزدان بود بندۂ خدا ☆ مردہ او زین عالم وزندۂ خدا

উপরোক্ত বর্ণনাদির দিকে নজর দিলে সহজে বুঝা যায়, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) কি ধরনের খোদা পেয়ারা বুজর্গ। সংসার ত্যাগি না হইয়া সংসার বিরাগী খোদা অনুরাগী নীতিতে খ্যাতি সম্পন্ন "ছায়েরে মা-আল্লার" অধিকারী। এরশাদী গাউছিয়াত "মসরব" চলত ভঙ্গি বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব পীরে কামেলের নিদর্শন।

বর্তমান পৃথিবীর হালচাল রীতিনীতি, খোদা ভুলা ও নবী অলিগণের নীতি বিমুখ বল্গাহীন জনগণের অবস্থার পরিণাম চিন্তা করিলে দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবে যে, সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার মানসে "মছনবী রুমীর" হিত উপদেশ মতে এই বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন অলিয়ে কামেলের নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত। যেহেতু বিশ্বমানবতার বিপদ মুক্তির জন্য এইরূপ স্বতস্ফুর্ত মুক্তির ফরমূলা বা রীতিনীতি অন্য কেহ বিশ্ববাসীর সামনে তুলিয়া ধরেন নাই।

তাই তিনি খোদা পেয়ারা বিশ্বঅলি এবং তাঁহার "ফজিলতে রব্বানী" খোদা প্রদত্ত, শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব। সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ঝামিলা মুক্ত ধর্মীয় রহস্য প্রধান হেকমত কৌশল। পবিত্র কোরানের বাণী মতে, "যাহাকে ধর্মের রহস্য হেকমত শিক্ষা দিয়াছেন সেই অনন্ত ভালাইর অধিকারী, ছুরায়ে বাক্বারা দ্রষ্টব্য। বেলায়তে মোত্লাকা ১৯ পৃ:।

মন মাঝি তুই দিসা হারা, – আবোল তাবোল কিসের ভাবা।
আপন চিত্তে বিভোর হলে, – দিশা পাবি আগা গোড়া ॥
পরের চিন্তা পরিহার, – নিজের চিত্তের পাল ধর।
আঁধার যাবে আলো পাবি, – একলা ঘরের মানস পটে ॥
একলা আসা একলা যাওয়া, – একলা ছাড়া নাহি কিছু।
বিশ্ব স্রষ্টা একলা জান – বিশ্ব সৃষ্টির প্রাণ বন্ধু ॥
আঁধার ঘর আলো কর, – একলা ঘরে প্রদীপ জ্বালো।
অনর্থের পরিহার, – স্রষ্টা প্রেমের আগুন জ্বাল ॥
কর্ম মুখর সৃষ্টিমান, – আল্লাহুছ্ ছামাদ জান্।
বিশ্বকর্মা আল্লাহুতা'লা, – কুল্লা ইয়াউমিন হুয়া ফি শান ॥
প্রকৃত কিতাব তুমি, যাহা আসল তত্ত্ব।
তালাস কর নিজ হতে তোমার নিজের দেহ তত্ত্ব ॥

– মৌলানা রুমী স্মরণে

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী আল্লাহ্‌তা'লা প্রদত্ত "ফজিলতে রব্বানী" প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন। ইহা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্মীয় হেকমত-কৌশল তিনি স্ব-স্থানে বর্তমান থাকিয়া–আত্মশুদ্ধিকামী ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গলার্থী ব্যক্তিদের তাঁহার ত্রাণকর্তৃত্ব গুণে সংসার ঝামিলা– "মুছিবত" মুক্তী "রুহানী ছাফায়ী" দান করিতে সক্ষম। তিনি কাহারো বাড়ী গিয়া হেদায়ত বিতরণ মানসে পীরগিরি করেন নাই।

তৃষ্ণাতুর, শরীরের পবিত্রতা রক্ষাকারী এবং সংসার জীবনযাত্রা সুগম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যতা তালাসী স্বাবলম্বী ও এবাদতকারী ব্যক্তিরাই পবিত্রতা হাছিল করেন পুকুরে, পুকুর স্বস্থানে বিদ্যমান থাকে, কাহারো কাছে যায় না।

তদ্রুপ আলোর মশালে কীট-পতঙ্গ ঝাপাইয়া পড়ে, ঐ মশালের আলোর আকর্ষণে, কিন্তু সেই আগুনেই পতঙ্গ আত্মাহুতি দেয় এবং আগুনে জ্বলিয়া নিজ ভৌতিক দেহকে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

সেইরূপ আত্মশুদ্ধিকামী-নিজ সংসার ও পরকালীন মঙ্গলার্থী ব্যক্তিরা বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব ও খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের দিকে ধাইয়া আসে। যাহারা

পীরে “এরশাদী”–হেদায়েত দান যোগ্যতা সম্পন্ন তাঁহারা হেদায়েত তল্লাসী ব্যক্তিকে নিজের ত্রাণকর্তৃত্ব গুণে উপকার করিতে সক্ষম। রূহানী ছাফায়ী আত্মার শুদ্ধিকামী ব্যক্তিকে পুকুরের জলের মত ছাফায়ী দান, তৃষ্ণা নিবারণ ইত্যাদি মঙ্গলদান করেন এবং করিতে সমর্থ।

যেহেতু এই ব্যক্তিত্ব শক্তি সম্পন্ন ‘মজ্‌জুবে ছালেক’ এবং ‘সালেকে মজ্‌জুব’ ব্যক্তিরাই উপরোক্ত ছাফায়ী বা মঙ্গল দানে সমর্থ।

কারণ তাঁহারা অবস্থা অবগত মঙ্গল ইচ্ছুক একক খোদায়ী শক্তিতে শক্তি সম্পন্ন, ইহাই গাউছিয়াত ধারা বা “মশরব” নামে পরিচিত। মজ্‌জুবে ছালেক বা ছালেকে মজ্‌জুবের চলতভঙ্গি রীতিনীতি, পীরে এরশাদী।

আলোকাধারে প্রজ্জ্বলিত আগুনে পতঙ্গের মত খোদা প্রেম আসক্ত ব্যক্তিরা খোদায়ী প্রেমাগ্নিতে ঝাপাইয়া পড়িতেও দেখা যায়। বহুস্তরে তাহাদের সংসার অবস্থা ঐ পতঙ্গ বা কীটানুরূপ জ্বলিয়া ছারখার হইতেও দেখা যায়। সেহেতু এই খোদা প্রেম বিমুগ্ধ “মজ্‌জুব” সংসার ধর্ম পরিত্যক্ত অলিউল্লাহ্‌গণ ব্যক্তি বা ব্যষ্টি অবস্থা সম্পর্কে অবগত নহেন। নিজ হাল অবস্থায় নিজে বিভোর চিত্ত থাকেন। পরকে নিজ চিন্তা করিতে বা মঙ্গল কামনার “ফুরছত” বা অবকাশ থাকেনা। এই স্তরেও দেখা যায় মশাল দেখিয়া পতঙ্গের দল মশালের দিকে ধাইয়া আসে, মশাল নিজ আলোকাধারেই থাকে এই দিক সেই দিক ছুটাছুটি করিয়া পতঙ্গ বা কীট তালাস করে না।

মওলানা রুমী বলেন ঃ–

যেই বালিউৎস দ্বারা লোকের উপকার করে না, দাতা নহে বরং শোষক, তাহার নিকট পানি পাওয়ার আশা করা বৃথা। ইহা তোমার এক ফোটা পানি পাইলে তাহাও শোষণ করিবে।

শোষক বালি সদৃশ পরশ্রীকাতর লোভী ব্যক্তিরা এক ফোটা রক্ত লোলুপ মশকের মত লোকের কানের কাছে গিয়া ইপ্সিত বস্তু পাইবার আশায় রঙিন বুলি আওড়াইয়া অথর্ব বানাইয়া কর্ম বিমুখ করে এবং প্রাণঘাতি জীবাণু প্রবেশ করাইয়া মানবতা হরণ পূর্বক তাহার যথা-সর্বস্ব লুট করে। “যাহার পীর নাই তাহার পীর শয়তান।” হাদিছ বাণী মতে পীরের যোগ্যতা বিহীন, সনদ বিহীন,

পীরে কামেলের ছিলছিলা, সজ্‌রা হারা, নীতিহারা ধুকাবাজ ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই সমাজের দুর্গতি বৃদ্ধি করিতে তৎপর দেখা যায়।

পক্ষান্তরে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ (ক.), ব্যবসায়ী পীরি দুর্নীতি দূরকারী হিসাবে সমস্ত ছুফী সম্প্রদায়ের মতে এবং হাদিছে নবীয়ে আখেরীর বাণী মতে প্রতিষ্ঠিত। জনগণকে উৎস বা "ফোয়ারার" নির্দোষ স্বচ্ছ পানীয় দান সদৃশ, তিনি বিশ্ব মানবতাকে শান্তি দানকারী, লোভহীন, কামনাহীন নির্বিলাস জীবন যাপনকারী পীরে– "এরশাদী" – হেদায়তকারী, যোগ্যতাসম্পন্ন মজ্‌জুবে ছালেক অলিউল্লাহ্‌। বেলায়তে মোত্‌লাকা-গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ১০৭ পৃষ্ঠায় হজরতের উক্তি ঃ– আমি মজ্‌জুবে ছালেক হই মজ্‌জুবে মাহজ নহি, বায়তুল মোকাদ্দাসে নামাজ পড়ি।

বাহারুল উলুম মৌলানা আবদুল গণি রচিত "আয়না-ই বারী" নামক কিতাবের ৫৩০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ–

اولین مجذوب سالک آمدست ☆ کوز اول باخدا واصل شده است

حق فرستادش به سوی خلق زو ☆ تا که خلقان جهان راره نمود

سالها باید فلک بر سر رود تا که پیری اینچنین پیدا شود

انکے وجود برکت آمود اہل عالم کیلئے کبریت احمر ہے مشت

خاک کو زر بنانا انکے نظر فیض کے اثر ہے

অর্থাৎঃ– 'বহুদিন পর আছমানী গতি পরিবর্তনে পৃথিবীতে এইরূপ অলিউল্লাহ্‌র আবির্ভাব হইয়া থাকে। যাহার শিক্ষাদানকারী বাণী এবং চরিত্র কিমিয়া শাস্ত্রের লাল গন্ধক সদৃশ তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করিতে সমর্থ।"

وآن دوم راسالک مجذوب خوان ☆ کو سلوکی کرد واز ہستی برست

در ریاضت در عبادت سالها ☆ کرد سعی وگشت قابل جذبه را

چون دل او قابل انوار شد ☆ جان پاکش قابل اسرار شد

'মানবজাতির ধাতজ, – নৈতিক চরিত্র সংশোধন যোগ্যতাসম্পন্ন দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিকে "ছালেকে মজ্‌জুব" বলে।

অর্থাৎ হেদায়তকারী পীরে এরশাদী দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিকে বলে ছালেকে মজ্‌জুব। এই শ্রেণী ছাড়া অন্য ব্যক্তির নাম ব্যবহারকারী "সাজ্‌রা" ছিলছিলাহীন ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা-নীতিহারা, পীরহারা, চরিত্রহীন ব্যক্তিগণ জনগণের নিকট যায় টাকার লোভে, তাহারা নিতে জানে, দিতে অভ্যস্ত নহে কারণ সেই যোগ্যতা তাহাদের নাই। সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধি সু-খাদ্য ও ধন ও বাহ্‌বা তালাসীর দিকেই তাহাদের লক্ষ্য সৎকার্য্য তালাসী নহে।

কোরান বাণী মতে ঃ–

"মন্নাইন লিল খায়েরে মো'তাদিন আছিম।"

সৎকার্য বিমুখ অবাধ্য, পাপ কার্য্যে রত দুর্নীতিবাজ। উপরোক্ত প্রথম শ্রেণির কামেল ব্যক্তির খেদমত সাহচর্য দুষ্প্রাপ্য হইলেও দ্বিতীয় শ্রেণির ছালেকে মজ্‌জুব অলিয়ে কামেলের সাহচর্য্য একান্ত জরুরি। কারণ পীরের কথা শুনা, কাজ দেখিয়া চরিত্র সংশোধন ও কাজের রহস্য বুঝিয়া খোদাই জ্যোতি আহরণ অনিবার্য্য।

যেহেতু বাক্যে ভুল ভ্রান্তি বুঝিতে সক্ষম কাজ দেখিয়া সৎকার্য্যে উৎসাহী এবং অভ্যস্ত হইতে পারিবে। পীরের কাজের রহস্য এবং উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিলে পীরে কামেল ও ভণ্ড ব্যবসায়ী পীরের মধ্যে পার্থক্য পরিচয় করা সম্ভব হইবে। যেহেতু পীরে কামেলকে চিন্তা করিলে স্রষ্টা পরিচয় এবং আন্তরিক প্রাণজ্যোতি বাড়িবে। ব্যবসায়ী ভণ্ডকে চিন্তা করিলে তাহার ভণ্ডামী শিকারী পাখী সদৃশ ফাঁদে আটকাইয়া পার্থিব স্বার্থ হাছিলের কৌশল ধরা পড়িবে। কারণ তাহার কথা ও কাজ অবস্থা মতে বেমিল এবং যাহা অতীত জীবনের কাজ কর্মে প্রমাণ করিতে বাধ্য। যেহেতু হজরত রছুলে করিম (দ.) নিকটবর্তী বাসিন্দাদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন আমার অতীত জিন্দেগী মন্দ থাকিলে অদ্যও মন্দে প্রবাহিত, আর যদি ভালোই ছিল তবে আজও মন্দ হয় নাই। মওলানা রুমী বলেন ঃ–

"তোমার দিল, মনোভাব যদি পীরের জ্ঞান জ্যোতির প্রতি নিবদ্ধ কর তোমার দিব্যচক্ষু তাঁহার জ্ঞান জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হইবে।"

মোল্লা ছাদি বলেন ঃ–

“সৎ ব্যক্তির সাহচর্য্য তোমাকে সৎ-ই করিবে, খারাপ প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তির সাহচর্য্য তোমাকে খারাপই করিবে।”

যেহেতু “মানুষ অনুকরণ প্রিয়” (হাদিছ বাণী দ্রষ্টব্য) সুতরাং দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত যে উপরোক্ত দুই শ্রেণির কামেল অলি উল্লাহ্ ছাড়া অন্য ব্যক্তিরা পীরে “এরশাদী” বা হাদী নহেন। ইহাদের অনুসরণ ইচ্ছুক ব্যক্তি বা ইহাদের অনুসারী মুরিদরা বিপদগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট হইতে বাধ্য।

যেহেতু কথা, কাজ এবং ত্রাণকর্তৃত্ব ইচ্ছা শক্তি ছাড়া “হেদায়ত” বা ভৌতিক বাসনার আড়াল মুক্তি সম্ভব নহে।

হজরত আবদুল গণি নাবলুচির পর জনগণের মনে সিদ্ধ কামেল পীর বুজর্গানদের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস বর্ধিত হওয়ার ফলে তাঁহাদের আস্তানাদির দিকে ঝোঁক বৃদ্ধির সুযোগে কতেক কর্মবিমুখ সহজ রুজি ও মুখরোচক খানা তালাসী লোক নিজ নিজ সুখ সমৃদ্ধির মানসে পীরি ব্যবসার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখা যায়।

দেশীয় একশ্রেণির লোকের অজস্র এবং অকাতর দান সুস্বাদু খাদ্য ও সম্মান এই পীর ব্যবসায়ী দিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত ও ধনশালী করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই দেশে নীতিহারা, ধর্মহারা, খোদা এবং পরকাল ভুলা লোকের সংখ্যাধিক্যতা দেখা যাইতেছে। প্রতিক্রিয়া বা “রি-একশন” হিসাবে নাস্তিকতাবাদ মাথাচাড়া দিতে সমর্থ হইয়াছে; যদিও সক্ষম ব্যক্তির পরমুখাপেক্ষিতা কোরান হাদিছ এবং নৈতিক ধর্ম মতে অবৈধ এবং পাপ।

পরকালীন “বেহেস্ত” স্বর্গের খোদায়ী সনদ হাছিল মুক্তি লাভ করিতে হইলে অনর্থ পরিহার যাহা না হইলে চলে সেই কাজ, ব্যবহার ও কথা পরিত্যাগ একান্ত দরকার যাহা পবিত্র কোরানের ছুরায়ে “নাজেয়ার” ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে বিঘোষিত আছে। ইহা অকাট্য সত্য, উপরোক্ত ফানায়ে ছালাছার “গাউছিয়ত নীতিই” মুক্তির দিশারী।

সমাপ্ত

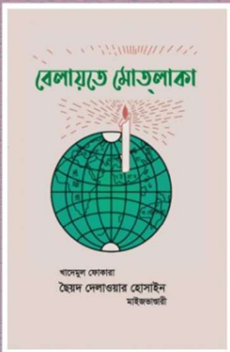
বেলায়তে মোত্‌লাকা
খাদেমুল ফোকারা
ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী

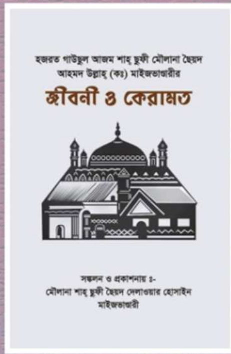
হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ
আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর
জীবনী ও কেরামত
সঙ্কলন ও প্রকাশনায় ঃ-
মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী

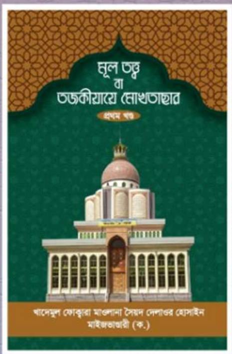
মূল তত্ত্ব
বা
তজকীয়ায়ে মোখতাছার
প্রথম খণ্ড
খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী (ক.)

মুসলিম
আচার ধর্ম
খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ ছুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

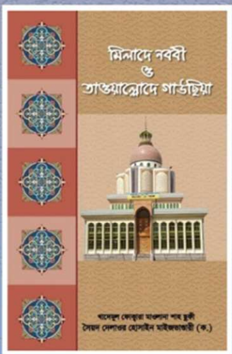
মিলাদে নববী
ও
তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া
খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

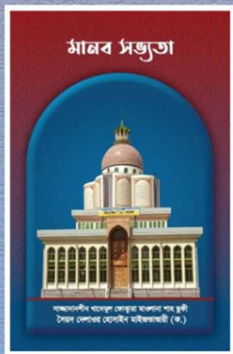
মানব সভ্যতা
সাজ্জাদানশীন খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)